দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

050

প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মস্থল প্রসঙ্গে

গত ১১।১০।৮৮ তারিখে দৈনিক সংবাদ-এ লিখিত "প্রসঙ্গ চাকুরীস্থল নিজ উপজেলা" চিঠিতে যে মন্তব্য ও অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো অযৌক্তিক। প্রাথমিক শিক্ষকের সাথে অন্যান্য বিভাগের চাকুরীজীবীদের তুলনা করা ঠিক নয়। প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী বটে। তারা বাম হাতের ব্যাপার হতে মুক্ত। তাদের কোন বাসার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য সরকারী চাকুরী জীবীদের প্রায়ই বাসার ব্যবস্থা থাকে। নিরীহ ও স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে দূরান্তরে চাকুরী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের মোট সংখ্যার সিকি সংখ্যক মহিলা হতে পারে। মহিলাদের দূরান্তরে চাকুরী করা হলে ছেলেমেয়ে মানুষ করার মায়ের প্রধান ভুমিকাটি কে পালন করবে?

আরো বলা হয়েছে নিরপেক্ষ সেবার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্ব আঞ্চলিকতা ও স্বজন প্রীতিতে জড়িয়ে পড়ার কথা। বাস্তবে কিন্তু তা মোটেই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কোন লোকের নিজ এলাকা তথা জনগণের প্রতি যতটুকু দরদ বা আন্তরিকতা থাকবে অন্য এলাকার প্রতি ততটুকু থাকার সম্ভাবনা কম। প্রত্যেকে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকাতে যায় সাময়িকভাবে ও নিজ স্বার্থের অন্বেষণে। স্বার্থ-পূরণ হলে চলে আসার চেষ্টা করে নিজ এলাকাতে। এক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ বেশী আশা করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এলাকার লোক হলে ঐ এলাকার বাসীন্দাদের বিশ্বাস বা আস্থা থাকে বেশী। কারণ বাসীন্দাদের ধারণা হতে পারে লোকটা আমাদের নিজের এলাকারই লোক। কাজ করতে গেলে ভেবেচিন্তে করতে হয়। আরো জানা থাকবে অকল্যাণকর কাজ করে ফেললে সে এলাকা ছেড়ে সহজে কোথাও যেতে পারবে না।

প্রতি শনিবার ও বৃহস্পতিবার যানবাহনে কেন এত ভিড় হয় তা পত্র লেখক লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না। অনেক চাকুরীজীবী নিজ কর্মস্থলে থাকেন অনেক কষ্টে ও প্রহর গুণে। কখন বৃহস্পতিবার আসবে? কখন বাড়ীর সবার সাথে দেখা হবে? আর শনিবার আসলে ম্লান বদনে যেতে হয় বাঁচার তাগিদে নিজ কর্মস্থলে এই আসা-যাওয়া বা দুঃচিন্তাগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে এটা কল্যাণকর কিছু কি আশা করা যায়?

রবি কুমার চাকমা, বেতবুনিয়া
ডাকঘর: বেতবুনিয়া
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সমূহের কিছু সমস্যা

প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলো (পি,টি,আই) বাংলাদেশের বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বাংলাদেশে মোট ৫২টি সরকারী প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউট আছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এসব ইনসটিটিউট চালু হয়। তারপর আজ প্রায় ৩০ বছর অতিবাহিত হতে যাচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে এবং যুগের দাবীতে ইনসটিটিউটগুলোর মানবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

১৯৭৪ সনের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ৬৯ (পৃষ্ঠা) প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটের মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু সে সব সুপারিশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে একথা মেনে নিলেও আজও তা কার্যকরী হচ্ছে না। অতি বিনীতভাবে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বাংলাদেশের প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলোর মানবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশ পেশ করছি।

সুপারিশমালা:

১। প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলোকে কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা (শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অনুসারে)।

কারণ পূর্বে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকগণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এস,এসসি বর্তমানে তা উন্নীত করে এইচ, এস, সি করা হয়েছে। অপরদিকে ইনসট্রাক্টরগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করে বি,এ,বি,এড এর স্থলে মাষ্টার্স ডিগ্রী করা হয়েছে। কিন্তু বেতনক্রম বা চাকরির মান বাড়ানো হয় নাই। সুতরাং সঙ্গত কারণেই প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলোর মান বৃদ্ধি করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায় উন্নীত করা প্রয়োজন। ষ্টাফ প্যাটার্ণ নিম্নরূপ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

(ক) পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষক ১৩৫০।০০ টাকার স্কেল। (খ) ইনসট্রাক্টর (সকল গ্রুপের) ১৬৫০।০০ টাকা স্কেল। (গ) সহ-সুপার ২৮০০।০০ টাকার স্কেল। (ঘ) সুপারগণের ৩৭০০। টাকার স্কেল।

২। প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটের ইনসট্রাক্টর এবং সহ সুপার পদসমূহ ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্তিকরণ (শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে)।

কারণ, প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটের সহ-সুপার ইনসট্রাক্টর পদসমূহ ক্যাডার সার্ভিস না হওয়াতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বা ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া।

৩। ৫০ ভাগ পিটিআইতে হায়ার-সি-ইন-এড কোর্স এবং ৪টি পিটিআই এবি-এড প্রাইমারী কোর্স চালুকরণ।

ব্যাখ্যা: দেশের ৫২টি পিটিআইতে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু আছে; কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য কোন প্রশিক্ষণ পিটি আই সমূহে দেওয়া হয় না। ১৯৮৮-৮৯ সনের শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষামূলকভাবে নেপ, ময়মনসিংহে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের কাজ চলছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে অর্ধেক পিটিআইতে এই কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া উচিত।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকগণের প্রশিক্ষকগণ এবং বি, এ পাস প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকগণ বি, এড প্রশিক্ষণ নেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সমূহ হতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যে বি-এড প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা মাধ্যমিক স্কুলের জন্য, প্রাইমারী স্কুলের জন্য তত কার্যকরী নয়। তাই জাতীয় স্বার্থে বিভাগীয় পর্যায়ের কিছু পিটিআইএ বিএডইন প্রাইমারী এডুকেশন চালু হওয়া প্রয়োজন যা এখন আই-ই আর-এ চালু আছে। বাংলাদেশের প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলোর সমস্যাসমূহ দীর্ঘদিনের। এসব সমস্যার আশু সমাধান হলে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।

জাহানারা বেগম, সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ পিটিআই শিঃ সমিতি।

মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে ছাত্র-ছাত্রীদের হতাশা

কথা আছে 'মাছে-ভাতে বাঙালী'। কিন্তু বর্তমানে মাছকে এ দেশে টিকিয়ে রাখা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাংলাদেশের পরিবেশ, আবহাওয়া মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন মৎস্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং এর যথাযথ প্রয়োগ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে চার বছর মেয়াদী কোর্সে ছাত্র/ছাত্রীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা হয়। কিন্তু পাস করার পর মৎস্যবিদদের উপযুক্ত চাকরি বা কার্যক্ষেত্র নিশ্চিত না থাকায় তারা বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে না। বর্তমানে এ অনুষদ থেকে পাস করা অনেক ছাত্র-ছাত্রী বেকার। আর্থিক অসংগতির কারণে তাদের বেশীর ভাগেরই ব্যক্তিগতভাবে মৎস্য চাষের আঞ্জাম দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। এভাবে দেশে মৎস্যবিদদের একদিকে কর্মসংস্থান হচ্ছে না, অন্যদিকে দেশের বিরাট সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদেরও কোন উন্নতি হচ্ছে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশে মৎস্যবিদদের জন্য পর্যাপ্ত পদ খালি থাকা সত্ত্বেও এবছর বি, সি, এস মৎস্য ক্যাডারে মাত্র ১২টি পদের উল্লেখ করা হয়েছে যা অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীসহ সকলকেই হতাশ করেছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার যেখানে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন সেখানে কর্তৃপক্ষ মৎস্যবিদদের চাকরির সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে হতাশার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছেন।

এহেন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী—পাসকরা ছাত্র ছাত্রীদের ভোগান্তি দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের জ্ঞানদক্ষতা কাজে লাগানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

মোঃ মোতালেব হোসেন
২য় বর্ষ, মৎস্য অনুষদ
২.১০/ক, ফজলুল হক হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
ময়মনসিংহ।